www.priofaridpur.com

পাতরাইল দিঘীরপাড় আউলিয়া মসজিদ, ভাংগা

আনুমানিক ১৩৯৩ থেকে ১৪১০ খ্রিস্টাব্দ

পাতরাইল, ভাঙ্গা, ফরিদপুর

ভাঙ্গা উপজেলাধীন আজিমনগর ইউনিয়নের পাতরাইল গ্রামে অবস্থিত প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী আউলিয়া খান জামে মসজিদটি ১৩৯৩ হতে ১৪১০ খ্রিঃ মধ্যে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ নির্মাণ করেন বলে ধারণা করা হয়। বর্তমানে এটি ভাঙ্গা উপজেলাধীন পাতরাইল দীঘিরপাড় আউলিয়া মসজিদ নামে সুপরিচিত। এ ঐতিহাসিক মসজিদের দক্ষিণ পাশ্বেই চির নিন্দ্রায় শাহিত আছেন মহান আউলিয়া মজলিস আউলিয়া খান। মসজিদের আঙ্গিনায় আছে মস্তান দরবেশ নাজিমদ্দিন দেওয়ানের মাজার। আউলিয়া খানের মাজারের দক্ষিণ পাশে আছে ফকির ছলিমদ্দিন দেওয়ানের মাজার।

জনশ্রুতি আছে যে, অত্র এলাকায় প্রজাদের পানীয় জলের সমস্যা নিরসনকল্পে ও ইবাদতের জন্য মসজিদের পার্শ্বেই ৩২.১৫ একর জমির উপর একটি দীঘি খনন করেন। মসজিদটি বর্তমানে প্রত্মতত্ত্ব বিভাগের নিয়ন্ত্রনাধীন আছে। মসজিদটি ১০ গম্বুজ বিশিষ্ট। মসজিদটির দৈর্ঘ্য ৮৪ ফুট, প্রস্থ ৪২ ফুট। চার কোণে ৪ টি মিনার আছে। মসজিদের দেয়াল ৭ ফুট প্রশস্ত। মসজিদের ভিতরে ৪ টি স্তম্ভ বা থাম আছে। পূর্ব দিকে ৫ টি এবং উত্তর ও দক্ষিণে ২ টি করে মোট ৯ টি দরজা আছে। মসজিদ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে কিছুদিন পূর্বে। সম্মুখ দ্বারসহ উত্তর-দক্ষিনের দেয়ালে দুটি করে পাঁচটি প্রবেশ দ্বার রয়েছে। কিবলা প্রাচীরের পাঁচটি অবতলাকৃতি মিহরাব রয়েছে যা পূর্ব দিকের খিলান পথ বরাবর। মিররাবগুলো কুইঞ্চের সাহায্যে নির্মিত। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে কৌনিক খিলানপথ রয়েছে। ছাদে সর্ব মোট দশটি গম্বুজ থাকায় ধারণা করা হয় এটি সুলতানী আমলের আয়তাকার দশগম্বুজ টাইপের অন্তর্গত একটি মসজিদ। ড. আহমদ দীনার মতে চিরাচরিত নকশায় অলঙ্করণের সৌন্দর্য্য এটিকে হোসেনশাহী আমলের ইমারত বলে প্রমাণিত করে। এর প্রধান ফটকের উপরে দুটি পাথরের শিলালিপি রয়েছে। ভিতরে এ রকম আরও দুটি শিলালিপি দেখতে পাওয়া যায়। যেগুলো অস্পষ্ট।

যেহেতু মসজিদটি ঢাকা হতে দক্ষিন বঙ্গের হাইওয়ের রাস্তা সংলগ্ন সেহেতু মসজিদটি সহ উক্ত দীঘিটিকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে ঘোষনা করে উন্নয়ন করলে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।